দুর্ঘটনাগ্রস্তদের উদ্ধারের নামে লুঠপাট চালাল স্থানীয় যুবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের যাত্রীদের জিনিসপত্র লুঠপাটের অভিযোগ উঠল। সোমবার রাত তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে মালদার ইংরেজবাজার থানার যদুপুর-এক পঞ্চায়েতের কমলাবাড়ি এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়িগামী ওই ভলভো বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি নয়ানজুলিতে উলটে যায়। তাতে জখম হয়েছেন ১২জন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে চারজনের জখম গুরুতর। তবে স্থানীয়দের একাংশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের যাত্রীদের উদ্ধারের কাজে হাত না-লাগিয়ে তাঁদের ব্যাগ থেকে টাকা-পয়সা, ল্যাপটপ-সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে বলে অভিযোগ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত কয়েকজন যাত্রী এ বিষয়ে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির বেশিরভাগ যাত্রীই দার্জিলিং, গ্যাংটক ঘুরতে যাচ্ছিলেন। আহতদের মধ্যে বাসের কন্ডাক্টর মিঠুন চক্রবর্তীর দু'টি পা ভেঙে গিয়েছে বলে পুলিশ জানায়। মিঠুন-সহ গুরুতর জখম চারজনের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। তবে নয়ানজুলিতে জল কম থাকায় যাত্রীরা একে অপরের সাহায্য নিয়েই ওপরে উঠে আসেন। এই সময়ই সাহায্য করার নাম করে স্থানীয় কিছু মানুষ যাত্রীদের ল্যাপটপ, মানিব্যাগ, মোবাইল-সহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুঠ করে বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুর্ঘটনাস্থলে কৌতূহলী জনতার ভিড়। *ছবি: সুদীপ রায়চৌধুরী*

কলকাতা থেকে আসা কলেজ পড়ুয়া এক যাত্রী মানব দাস বলেন, 'আমার একটি ল্যাপটপ, জামা-কাপড়ের ব্যাগ চুরি গিয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে অন্যদের মতো আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া নয়ানজুলিতে হাঁটুজল থাকলেও জামাকাপড় সব ভিজে গিয়েছিল। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতেই কয়েকজন আহত যাত্রীকে উদ্ধার করি। সেই সময় কিছু অচেনা মানুষ সাহায্যের কথা বলে এগিয়ে আসে। চোখের সামনেই আমাদের জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে যায় ওরা। শীত আর দুর্ঘটনার আতঙ্কের রেশ না-কাটায় মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরয়নি।'

কলকাতা থেকে আসা পেশায় ব্যবসায়ী আরও দুই যাত্রী রুদ্রপ্রতাপ চৌধুরী ও রাহুল গুহরও মানিব্যাগ ও জামাকাপড়ের ব্যাগ খোয়া গিয়েছে। রুদ্রপ্রতাপবাবু বলেন, 'বাসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি আর শব্দে চমকে উঠি। দেখি অন্ধকারের মধ্যে একে অপরের ঘাড়ে চাপা পড়েছে যাত্রীরা। কোনওরকমে জানালার কাচ ভেঙে বাইরে বেরিয়েছি। ভিজে গায়ে প্রায় আধঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। পুলিশ এসে আমাদের উদ্ধার করেছে। কিন্তু, আমার মানিব্যাগ আর জামাকাপড়ের ব্যাগ পাওয়া যায়নি।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।